মুজিযা

হয়ে এসেছেন আমাদের নবী ﷺ

ইজতিমায়ে মিলাদের (১৪৪২হিঃ)

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৮, হাদীস ২৫৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **আল্লাহ পাকের** লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ, যিনি আমাদেরকে আরো একবার **১২** রবিউল আউয়ালের পবিত্র ও নূরানী রাত নসীব করেছেন। আজকের রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজিমুশ্মান এবং ফযীলত ও বরকতময় পবিত্র রাত। ✯ এটি ঐ মহান রাত, যার সাথে বিশ্বজগতের সবচেয়ে বেশি শান ও শওকত সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। ✯ যা শবে কদরের চেয়েও উত্তম। **(মা'সাবাতু বিস সুন্নাহ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**

✯ যাতে হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বহমতপূর্ণ ঘর থেকে এমন নূর প্রজ্জলিত হয়েছে, যা সমস্ত বিশ্বজগতকে আলোকিত করে দিয়েছে। ✯ যে রাতে চারিদিকে খুশি ছড়িয়ে পরেছিলো। ✯ খুশির সুর বাজতে লাগলো। ✯ নূরের আলো ছড়িয়ে গেলো। ✯ কুফর ও শিরকের সকল অন্ধকার শেষ হয়ে গেলো। ✯ **আল্লাহ পাক** মুমিনদের প্রতি মহান অনুগ্রহ করলেন। ✯ শয়তান তার সহচর সহ অপদস্ত হলো। ✯ আকাশের তারাও জমিনের দিকে ধাবিত হতে লাগলো। ✯ যা সকল রাতের সর্দার। ✯ যে রাতে আমেনার ঘর থেকে এমন নূর চমকালো যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেলো। ✯ যে রাতে **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশে ফিরিশতাদের সর্দার জিব্রাঈল আমিন عَلَیۡہِ السَّلَام পূর্ব ও পশ্চিমে এবং খানায়ে কাবার উপর পতাকা উত্তোলন করেছেন। (খাচায়িসুল কুবরা, ১/৮২) ✯ **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনে ইরানের বাদশাহ কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্প এলো এবং তার প্রাসাদে ফাটল দিলো। ✯ ইরানের এক হাজার বছর থেকে জ্বলে আসা অগ্নিকুন্ড নিমিশেই নিভে গেলো। ✯ **আল্লাহ পাকে**র নির্দেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হলো। ✯আসমান থেকে নূরের বর্ষন হতে লাগলো। ✯ ফিরিশতারাও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনের খুশিতে খুশি উদযাপন করলো। ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় রহমত স্বরূপ এই বিশ্বজগতে আগমনে কুফর ও শিরকের সকল অন্ধকার দূর হয়ে গেলো। ✯ **নূর ওয়ালা নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নূর বন্টন করতে এবং জগতকে **আপন** নূর দ্বারা আলোকিত করার জন্য এই জগতে আগমন করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"মুজিযা হয়ে এসেছেন আমাদের নবী"**। যাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন মুবারক অঙ্গের বিভিন্ন মুজিযা সম্পর্কে শুনবো।

নিঃসন্দেহে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীদেরও **নবী**। **তাঁর** পবিত্র জীবন সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام পবিত্র জীবনের সারাংশ (Summary) এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশ্বজগতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তি সকল জাতীর পক্ষে **নবী** হয়ে এসেছেন। তাই **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তাকে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের সমস্ত মুজিযার সমাহার বানিয়ে দিয়েছেন এবং **তাঁকে** বিভিন্ন ধরনের এমন অসংখ্য মুজিযা দ্বারা ধন্য করেছেন, যা সকল পর্যায়, সকল দল, সকল জাতী এবং সকল ধর্মের জ্ঞান ও বোধসম্পন্নদের জন্য আবশ্যক ছিলো। **(সীরাতে মুস্তফা, ৭১২-৭১৪ পৃষ্ঠা)**

এছাড়াও আরো অসংখ্য এমন মুজিযাও **আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করেছেন, যা **তাঁর বিষেশত্ব** বলা হয়। অর্থাৎ এগুলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ উৎকর্ষতা ও মুজিযা, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলকে প্রদান করেননি। **(সীরাতে মুস্তফা, ৮২০ পৃষ্ঠা)** ওলামায়ে কিরাম তাঁর পবিত্র অঙ্গ সমূহ থেকে প্রকাশ হওয়া অসংখ্য মুজিযা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام মুজিযা নিয়ে আসতেন আর **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং মুজিযা হয়েই আগমন করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা অসংখ্য। **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দুই টুকরো করা। দোয়া করার ফলে ডুবে যাওয়া সূর্য আবার ফিরে

আসা। পানিতে পাথরকে সাঁতার কাটানো। কাঠের টুকরো বাল্ব এর ন্যায় আলো দেয়া। থুথু মুবারক নিক্ষেপ করে তিক্ত পানির কূপকে মিষ্টি করা। আঙ্গুল থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করা। বৃক্ষ এবং পাথরের সাথে কথা বলা। বৃক্ষ **তাঁর** দরবারে উপস্থিত হওয়া। সামান্য দুধ সত্তরজন লোকের জন্য যথেষ্ট হওয়া। সামান্য খাবার অনেক বড় জামাআতের জন্য যথেষ্ট হওয়া। পশু মানুষের মতো কথা বলতে থাকা। মোটকথা! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আপাদমস্তক মুজিযা বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

৬ষ্ঠ পারা সূরা নিসার **১৭৪** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷۴﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মানবকুল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জল আলো (নূর) অবতীর্ণ করেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য মুবারক অঙ্গ উল্লেখ করেছেন, যা দ্বারা **আল্লাহ পাকে**র মহান ভালবাসা ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়। যেমন;

২৭তম পারা সূরা নজমের **১১**নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿۱۱﴾

(পারা ২৭, সূরা নজম, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অন্তর তা মিথ্যা বলেনি যা (চোখে) দেখেছে।

১৯তম পারা সূরা শুয়ারার **১৯৩** ও **১৯৪** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿۱۹۳﴾ عَلٰى قَلْبِكَ

(পারা ১৯, সূরা শুয়ারা, আয়াত ১৯৩,১৯৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সেটাকে 'রূহুল আমীন' নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার হৃদয়ের উপর।

২য় পারা সূরা বাকারার ১৪৪নং আয়াতে চেহারা মুবারকের উল্লেখ এভাবে করেন:

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো।

আর ৩০তম পারা সূরা আলাম নাশরাহ এর প্রথমদিকের আয়াতে বক্ষ মুবারক এবং কোমড় মুবারকের উল্লেখ এভাবে করেন:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿۲﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿۳﴾

(পারা ৩০, সূরা আলম নাশরাহ, আয়াত ১-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি? আর আপনার উপর থেকে আপনার ঐ বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনার পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! এবার আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি পবিত্র অঙ্গ সম্পর্কে কোরআনী আয়াত ও মুবারক অঙ্গ থেকে প্রকাশ হওয়া মুজিযা সম্পর্কে শুনবো।

২৭তম পারা সূরা নজমের ৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿۳﴾

(পারা ২৭, সূরা নজম, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।

২৫তম পারা সূরা দুখানের ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ
(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর আমি আপনার ভাষায় এ কোরআনকে সহজ করেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহ্বা মুবারক ও থুথু শরীফ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা মুবারক এবং এর পানি অর্থাৎ থুথু মুবারক দ্বারা কিরূপ মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে, আসুন! শুনি।

(১) জিহ্বা মুবারকের নির্দেশে শিশু সুস্থ্য হয়ে গেলো

হযরত উসামা বিন যায়িদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হজ্বের জন্য বের হলাম এবং যখন রূহা উপত্যকায় পৌঁছলাম তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন মহিলাকে দেখলেন, যে **তাঁর** দিকে আসছিলো, তা দেখে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** বাহন দাঁড় করালেন এবং যখন সেই মহিলা নিকটে আসলো তখন সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার এই সন্তান জন্মের পর থেকে অসুস্থ হয়েই আছে! একথা শুনে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিশুটিকে ধরে **তাঁর** সামনে বসিয়ে দিলেন আর তার মুখে থুথু মুবারক দিলেন আর ইরশাদ করলেন: اُخْرُجْ عَدُوَّاللهِ فَاِنِّیْ رَسُوْلُ الله অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাকের** শত্রু, বের হয়ে যা, কেননা আমি হলাম **আল্লাহর** রাসূল। এরূপ ইরশাদ করে শিশুটিকে তার মাকে ধরিয়ে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: একে নিয়ে যাও! এখন থেকে তার কোন কষ্ট হবে না। হযরত উসামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন আমরা হজ্ব থেকে অবসর হয়ে রূহায় পৌঁছলাম, তখন সেই মহিলা একটি ভূনা ছাগল নিয়ে উপস্থিত

হলো, তখন **হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বিবি সাহেবা, এই ছাগলের একটি বাহু আমাকে দাও। সে নিয়ে আসলো, অতঃপর ইরশাদ করলেন: অপর বাহুটিও দাও। সে নিয়ে আসলো। অতঃপর ইরশাদ করলেন: আরো বাহু দাও। সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগলের দু'টি বাহু থাকে, তা আমি দিয়ে দিয়েছি। একথা শুনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে খাতুন! যদি তুমি চুপ থাকতে অর্থাৎ এরূপ না বলতে যে, বাহু তো দু'টিই থাকে, তবে যতক্ষণ আমি বলতে থাকতাম, তুমি আমাকে বাহু দিতে থাকতে।

(খাছায়িচুল কুবরা, ২/৬০)

(২) শিশুর জ্বলে যাওয়া হাত ভাল হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আরো একটি ঘটনা শুনি:

হযরত মুহাম্মদ বিন হাতিব তাঁর মাতা উম্মে জামিল থেকে বর্ণনা করেন: আমার মা আমাকে বলেছেন যে, আমি তোমাকে নিয়ে হাবশা থেকে আসছিলাম, যখন মদীনা মুনাওয়ারা থেকে একদিনের দূরত্বে ছিলাম তখন আমি একটি স্থানে খাবার রান্না করি, তখনই লাকড়ি শেষ হয়ে গেলো। আমি কাঠ কুড়ানোর জন্য গেলাম, তখন তুমি পাতিল টান দিলে, সেই পাতিলটি তোমার উপর পরে গেলো এবং তোমার বাহু জ্বলে গেলো। আমি তোমাকে নিয়ে **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম, এটা দেখে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার বাহুতে থুথু মুবারক দিলেন এবং কিছু পাঠ করে দম করে দিলেন, আমি যখন তোমাকে নিয়ে উঠছিলাম তখন তোমার বাহু একেবারে সুস্থ্য ছিলো।

(ইবনে হাব্বান, কিতাবুল জানায়িয, ৪/২৭৩, হাদীস ২৯৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাত মুবারকের বিভিন্ন মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু মুজিযা সম্পর্কে শুনছিলাম! এবার আসুন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাত সম্পর্কীত কোরআনে পাকের আয়াত ও এরপর হাত মুবারকের মুজিযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

৮ম পারা সূরা আনফালের ১৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে **মাহবুব**! যখন আপনি মাটি নিক্ষেপ করেছেন, তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং **আল্লাহ** নিক্ষেপ করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১) মুস্তফার হাতের বরকত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, যিনি আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর যুগে মাওসল শহর বিজয় করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী বিবি উম্মে আছিম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আমরা চারজন স্ত্রী ছিলাম, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অধিক পরিমান এবং ভাল সুগন্ধি লাগানোর চেষ্টা করতাম, যাতে অপরের চেয়ে বেশি সুগন্ধিময় হই। আর হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর দাড়িতে তেল লাগাতেন, কিন্তু কোন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন না, এরপরও হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শরীর থেকে সর্বদা আমাদের চেয়েও বেশি এবং আরো উন্নত সুগন্ধ আসতো। যখন হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাইরে বের হতেন তখন লোকেরা বলতো যে, আমরা হযরত ওতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর লাগানো সুগন্ধির চেয়ে বেশি ভাল কোন সুগন্ধ পাইনি। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলাম: আমরা ভাল সুগন্ধ ব্যবহার করার পুরোপুরি চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি সুগন্ধময় তো আপনি। এর কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে আমার শরীরে ফোসকা উঠেছিলো, আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই রোগের কথা বললাম। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: কাপড় খোলো। আমি সতরের স্থান ব্যতীত অবশিষ্ট কাপড় খুললাম এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে বসে গেলোম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উভয় মুবারক হাতের তালুতে দম করে আমার শরীরে বুলিয়ে দিলেন, তখন থেকে আমার শরীর থেকে সুগন্ধ আসতে থাকে। **(মু'জামু সগীর, ১/৩৯)**

(২) ঘর আলোকিত হয়ে যেতো

হযরত আসিদ বিন আবু আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার আমার চেহারা ও বুকে তাঁর নূরানী হাত বুলিয়ে দিলেন। যার বরকত এভাবে প্রকাশ পেলো যে, আমি যখনই কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতাম, সেই ঘর আলোকিত হয়ে যেতো।

(খাচায়িসুল কুবরা, ২/১৪২। তারিখে দামেশক, ২০/২১)

(৩) হাত মুবারকের বরকত

হযরত আয়েয বিন সাঈদ জাসরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমার চেহারায় আপনার মুবারক হাত বুলিয়ে দিন ও বরকতের দোয়া করে দিন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমনই করলেন (অর্থাৎ তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের

দোয়া করলেন), তখন থেকে হযরত আয়েয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেহারা সতেজ ও নূরানী থাকতো। (আল আসাবা, আয়েয বিন সাঈদ, ২/৪৯৩, নম্বর ৪৪৬২)

(৪) চেহারায় চমক থাকতো

হযরত আবু সিনান আবদী সাবাহী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চেহারায় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** মুবারক হাত বুলিয়ে দিলেন, তাঁর বয়স ৯০ বছর হয়ে গেলো কিন্তু তাঁর চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলতো।

(আল আসাবা, আবু সিনান আল আব্দী সুম্মাল সাবাহী, ২/১৬৪, নম্বর ১০০৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

চোখ মুবারকের বিভিন্ন মুজিযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাত মুবারকের কয়েকটি মুজিয়া সম্পর্কে শুনলাম, আসুন! এবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চোখ মুবারক সম্পর্কে কোরআনী আয়াত ও চোখ মুবারকের মুজিযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

২৭তম পারা সূরা নজমের ১৭নং আয়াতে চোখ মুবারকের উল্লেখ রয়েছে:

مَا زَاغَ الۡبَصَرُ وَمَا طَغٰی ﴿۱۷﴾

(পারা ২৭, সূরা নজম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।

বর্ণিত আছে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ বড় এবং **আল্লাহ**র কুদরতি সুরমা লাগালো ছিলো। মুবারক পলক লম্বা ছিলো আর চোখের সাদা অংশে সুক্ষ্ম লালচে রেখা থাকতো, যার কারণে সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেলো। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৫১ পৃষ্ঠা) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে ব্যক্তির প্রতি **তাঁর** মুবারক চোখে তাকাতেন, তবে তা তার ঘুমন্ত নসীবকে জাগিয়ে দিতো। যেমনটি

(১) যখন তাঁর চক্ষু রহমতের জোশে এসে গেলো

হযরত শায়বা বিন ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঈমান আনয়নের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন আমার মনে হলো যে, আমার পিতা ও চাচাকে হযরত আলী এবং হযরত হামযা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) হত্যা করে দিয়েছিলো, কেনইবা আজ আমি এর প্রতিশোধ নিবো না, তাঁদের **নবী** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে শহীদ করে দিবো! এই ঘৃণ্য ইচ্ছায় আমি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হলাম এবং হামলা করতে উদ্ধত হয়েছিলাম, এমন সময় আগুনের শিখা বিদ্যুতের ন্যায় আমার দিকে অগ্রসর হলো, যার কারণে ভীত হয়ে আমি পিছনের দিকে পালালাম, এমতাবস্থায় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পরে গেলো এবং ইরশাদ করলেন: হে শায়বা! অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** হাত মুবারক আমার বুকের উপর রাখলেন, তখন **আল্লাহ পাক** শয়তানকে আমার অন্তর থেকে বের করে দিলেন আর আমি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে তাকালাম তখন **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমার শুনা ও দেখার চেয়েও বেশি প্রিয় মনে হতে লাগলো। **(দালায়িলুন নবুয়তি লিইবনে নাঈম, ১/১১২, নম্বর ১৪৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের চোখ এই ব্যাপারে বাধ্য যে, যা কিছুই এর সামনে হবে চোখ শুধু তাকেই দেখতে পারবে আর আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চক্ষু এমন ছিলো, যে জিনিস লুকায়িত থাকতো এবং কারো সামনে প্রকাশ হতো না, সেই

মুবারক চক্ষু তাও দেখে নিতো। এমনকি মনের ধারনা যা পর্যন্ত কারো পৌঁছার ক্ষমতা নেই, মুস্তফার দৃষ্টিতে তাও গোপন থাকতো না,

(২) অন্তরের রহস্য মুস্তফার দৃষ্টিতে

হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একজন আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বসো! অতঃপর শকীফা গোত্রের একজন লোক এসে আরয করলো: হুযুর! আমি আপনাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আনসারী তোমার পূর্বে এসেছে। আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলো: **হুযুর**! সে একজন মুসাফির আর মুসাফিরের হক বেশি হয়ে থাকে, সুতরাং আপনি প্রথমে তার প্রশ্নের উত্তর ইরশাদ করে দিন। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই শাকাফীর দিকে দৃষ্টি দিলেন আর ইরশাদ করলেন: যদি তুমি চাও তবে তোমায় বলবো যে, তুমি আমার নিকট কি জিজ্ঞাসা করবে আর যদি চাও তবে প্রশ্ন করো আমি তোমাকে এর উত্তর দিবো? সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি যে প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হয়েছি, আমাকে তার উত্তর ইরশাদ করে দিন। ইরশাদ করলেন: তুমি আমার নিকট রুকু, সিজদা, নামায এবং রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো। সেই ব্যক্তি আরয করলো: ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! **যিনি আপনাকে** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আপনি আমার মনে কথা জানাতে সামান্যতমও ভূল করেননি। অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর উত্তরও প্রদান করেন। অতঃপর সেই শাকাফী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উঠে চলে গেলো।

এরপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারী সাহাবীর দিকে তাকিয়ে তাঁকে ইরশাদ করলেন: যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকেও জানিয়ে দিই তুমি আমার নিকট কি প্রশ্ন করার জন্য এসেছো আর যদি চাও তবে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, আমি তোমাকে এর উত্তর দিবো? তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! না আপনি নিজেই বলে দিন যে, আমি আপনার নিকট কি জিজ্ঞাসা করতে উপস্থিত হয়েছি? ইরশাদ করলেন: তুমি আমার নিকট এটাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছো যে, যখন হাজী নিজের ঘর থেকে বের হয় তখন তার জন্য কিরূপ সাওয়াব রয়েছে? যখন সে আরাফাতে দাঁড়াবে তখন তার জন্য কিরূপ সাওয়াব রয়েছে? যখন সে জামারায় রমী করে তখন তার জন্য কিরূপ সাওয়াব রয়েছে? যখন সে তার মাথা মুন্ডন করে তখন তার জন্য কিরূপ সাওয়াব রয়েছে? আর যখন সে হজ্বের শেষ তাওয়াফ পূর্ণ করে নেয় তখন সে কিরূপ সাওয়াব অর্জন করে?

একথা শুনে সেই আনসারী সাহাবী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! **যিনি আপনাকে** সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেণ! আপনি আমার মনের কথা বলতে কোন ভূল করেননি। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকেও তার বিষয়গুলোর উত্তর ইরশাদ করে দেন। (ইবনে হাব্বান, কিতাবুস সালাত, ৩/১৮১, হাদীস ১৮৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বারভী শরীফের রাত আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় আগমনের রাত, অতএব আমাদের নিয়মিত নামায পড়া উচিৎ, কিন্তু আফসোস! আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে,

যারা জামাআত সহকারে নামায পড়েনা এবং অনুরূপভাবে অনেকে এমনও রয়েছে যারা مَعَاذَاللّٰه (**আল্লাহর** পানাহ) নামায বর্জন করে নিজেকে দোযখের হকদার বানাচ্ছে। আফসোস! আমাদের দয়ালূ **প্রতিপালক** তো আমাদেরকে দিনরাত অসংখ্য নেয়ামত না চাইতেই দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের পুরো দিনে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত **তাঁর** দরবারে সিজদা করার তৌফিক অর্জিত হচ্ছে না।

মনে রাখবেন! প্রত্যেক সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী পুরুষের উপর প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, যে নামাযকে ফরয হিসেবে মানবে না, সে দ্বীন ইসলাম থেকে বিতাড়িত, যদিও তার নাম এবং তার অন্যান্য কাজ মুসলমানের মতো হোকনা কেন। যে নামাযকে ফরয তো মানে কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে শুনে ছেড়ে দিলো তবে সে কঠিন গুনাহগার এবং দোযাখের আযাবের হকদার।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিলো, হাজারো বছর জাহান্নামে থাকার অধিকারী হলো। যতক্ষণ তাওবা করবে না এবং এর কাযা আদায় করে নিবে না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৫৮)**

এ থেকে বুঝে নিন যে, যখন এক ওয়াক্ত নামায জেনে শুনে ছেড়ে দেয়াতে হাজারো বছর পর্যন্ত জাহান্নামে থাকতে হবে, তবে যে ব্যক্তি সারা দিনে সকল নামায জেনে শুনে ছেড়ে দেয় বরং একেবারেই নামায পড়ে না, তবে সে কিরূপ কঠিন আযাবের শিকার হবে। জেনেশুনে নামায ছেড়ে দেয়া ব্যক্তি থেকে তো শয়তানও আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বর্ণিত আছে: একব্যক্তি জঙ্গলের পথে যাচ্ছিলো, শয়তানও তার সাথে চলতে লাগলো, সে ব্যক্তি সারাদিনে এক ওয়াক্তও নামায পড়েনি, একপর্যায়ে রাত হয়ে গেলো, শয়তান তার থেকে পালাতে লাগলো, সে

ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে পালানোর কারণ জানতে চাইলো, তখন শয়তান বললো: "আমি সারা জীবনে শুধুমাত্র একবার আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলাম তাই আমি অভিশপ্ত হলাম আর তুমি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ছেড়ে দিলে। আমার ভয় হয় যে, তোমার উপর কহর অবতীর্ণ হলে আর আমিও এতে ফেঁসে যাবো।" (দুররাতুন না'সিহিন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার এই রাতের সাথে সম্পর্ক রেখে **মুস্তফার আগমনে**রও কিছু আলোচনা করি। সর্বপ্রথম **মুস্তফার আগমনে**র একটি আশ্চার্যজনক ঘটনা শ্রবণ করি।

কিসরার স্বপ্ন

মাহযুম বিন হানী মাহযুমীর পিতা, যিনি ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন, তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের রাতে সাসানী বংশের প্রসিদ্ধ বাদশাহ কিসরার প্রাসাদ গড়গড় শব্দ করে কাঁপতে লাগলো আর এর ১৪টি গম্বুজ ভেঙ্গে মাটিতে পরে গেলো। পারস্যের হাজারো বছর ধরে জ্বলন্ত আগুন নিমিশেই নিভে গেলো। সাবা নদীর পানি শুকিয়ে গেলো এবং কিসরা একটি ভীতিকর স্বপ্ন দেখলো, যা সে তার কাযীর সামনে বর্ণনা করলো। সে দেখলো যে, অবাধ্য উটের পেছনে দ্রুতগামী আরবী ঘোড়া, যা দজলা নদী অতিক্রম করে তার দেশে ছড়িয়ে পরলো। এই স্বপ্ন কিসরা এবং অন্যান্য লোকদেরকে গভীরভাবে আতঙ্কিত করে দিলো, অতএব কিসরার উজির নুমান বিন মুনযির আব্দুল মাসীহকে সাতিহ জ্যোতিষীর নিকট প্রেরণ করলো, যাতে এই মহান ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। সাতিহ

জ্যোতিষী সিরিয়ায় থাকতো আর জ্যোতিষ বিদ্যায় খুবই সুনামের মালিক ছিলো। যখন আব্দুল মসীহ তার নিকট এলো এবং তখনও সে তার বাসস্থানের বাইরেই ছিলো যে, সাতিহ তাকে আওয়াজ দিলো আর নিজের জ্যোতিষ বিদ্যার শক্তিতে ঐসব কিছু বলে দিলো, যা এখনো সে বলেওনি। সাতিহ জ্যোতিষ বললো: হে আব্দুল মাসীহ! তুমি উঠের উপর আরোহন করে আমার নিকট এসেছো আর নিশ্চয় অনেক দুর দুরান্ত থেকে সফর করে এসেছো। তোমায় বনী সাসানের বাদশাহ কিসরা পাঠিয়েছে, যাতে অবাধ্য উঠের পেছনে আরবী ঘোড়া, যা দজলা নদী অতিক্রম করে তার দেশে ছড়িয়ে পরেছে।

অতঃপর সে বললো: হে আব্দুল মাসীহ! যখন তিলাওয়াতের আধিক্য হয়ে যাবে, লাঠির মালিক (অর্থাৎ **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রকাশ হয়ে যাবে, সামাওয়া উপত্যকা বইতে শুরু করবে, সাবা নদী শুকিয়ে যাবে এবং পারস্যের আগুন নিভে যাবে তখন সিরিয়ার সাতিহের জন্য সিরিয়া থাকবে না। যতটি গম্বুজ কিসরার প্রাসাদের ভেঙ্গেছে, এখন তত বাদশাহ আরো আসবে, যারা একের পর এক শাসন করবে, অতঃপর তাদের শাসন শেষ হয়ে যাবে। কিসরার স্বপ্ন তার শাসন ধ্বংসের বিপদসংকেত (Alarm) স্বরূপ। তা ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের দেশ হয়ে যাওয়া আর তার শহরে আরবদের প্রবেশ করার নিদর্শন।

(মাওলুদে রাসূলাল্লাহি ওয়া রিযাআতি লি ইবনে কাসীর, ২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার আগমনের বিভিন্ন বিবর্তন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে নক্ষত্ররা লুকিয়ে যায়, ভোরের শুভ্রতা বিলীন হতে থাকে, অতঃপর পূর্ব

দিকে হালকা লালচে আভা প্রকাশ পায়, এর ঠিক পরপরই সূর্য তার চেহারা দেখায় আর সারা দুনিয়াকে নিজের আলোতে উজ্জল করে তোলে, আসলে নক্ষত্রের লুকিয়ে যাওয়া, ভোরের শুভ্রতার অবনমিত হওয়া এবং এরপর লালচে আভা প্রকাশ পাওয়া এই বিষয়ের নিদর্শন যে, সূর্য উদিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে যখন **রিসালতের সূর্য** অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের সময় নিকটবর্তী হলো তখন দুনিয়ায় এমন অসংখ্য আশ্চার্য জনক ও অনন্য ঘটনা ঘটে গেলো, যা এই বিষয়টি জানান দেয় যে, এবার কুফরের অন্ধকার মুছে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গতার দিন শেষ হয়ে আসছে। অসহায়দের অসহায়ত্ব শেষ হয়ে আসছে। অত্যাচার ও নিপীড়নের যুগ শেষ হয়ে আসছে। গরীবদের দিন ফিরে আসছে, কেননা নিঃসঙ্গদের সঙ্গী, অসহায়দের সহায়, গরীবদের আশ্রয়, অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তিদাতা **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হতে যাচ্ছে। বিভিন্নভাবে তাঁর আগমনের সংবাদ ও নিদর্শন পৃথিবীবাসীরা পেয়েছে, কোথাও তো একেবারে স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যেতো, তো কোথাও ইঙ্গিতে তাঁর আগমনের আলোচনা হতে থাকে। মোটকথা সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম পর্যন্ত সুসংবাদের এই ধারাবাকিতা অব্যাহত ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার বিলাদতের পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের যিয়ারত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর গর্ভ শরীফ শুরু হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ভিন্ন ভিন্ন মাসে ৯জন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام যিয়ারত করেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক নবীই তাঁকে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে কিছু না কিছু অবহিত করেছেন।

হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (১) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় নিকটবর্তী হলে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর স্বপ্নে আগমন করেন এবং **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করেন। (২) অতঃপর হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন, তখন তিনি **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া ও অনুগ্রহ এবং উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দেন। (৩) অতঃপর হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আপনার সন্তান সফলতা ও সাহায্যের মালিক হবে। (৪) অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করে, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন। (৫) অতঃপর হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন এবং বলেন: আপনার এখানে যিনি শুভাগমন করবেন, তিনি খুবই উত্তম চরিত্রের মালিক এবং খুবই সম্মানিত হবেন। (৬) অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন এবং **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন। (৭) অতঃপর হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام বিবি আমেনার স্বপ্নে আগমন করেন এবং বলেন: আপনার এখানে যিনি আগমন করবেন, তিনি মকামে মাহমুদ (সম্মানিত স্থান), হাউযে কাউসার, লিওয়াউল হামদ (প্রশংসনিয় পতাকা) ও শাফায়াতে উযমার (সর্বশ্রেষ্ঠ সুপারিশ) এর মালিক হবেন। (৮) অতঃপর হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام আগমন করেন এবং বলেন: শেষ নবী আপনার এখানে শুভাগমন করবেন। (৯) অতঃপর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام স্বপ্নে আগমন করেন এবং বলেন: আপনার সন্তান সত্যবাদী এবং সরল দ্বীন যা সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তার মালিক। মোটকথা, সকল নবী হযরত বিবি আমেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে সুসংবাদ দিয়েছেন

যে, আপনি দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দারের গর্ভধারীনি এবং যখন **তিনি** দুনিয়ায় শুভাগমন করবেন তখন **তাঁর** নাম **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাখবেন। (রাসায়িলে মিলাদে মুস্তফা, ২২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শেষ ১২ রাতের ঘটনাবলী ও বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত শুভাগমনের পূর্বে সম্মানিতা আম্মাজন হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জন্য প্রতিটি রাত আরো বরকত ও সুসংবাদের বার্তা নিয়ে আসে। এই রাতগুলোতে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর আশ্চার্যজনক আনন্দ লাভ হলো। ❁ তাঁকে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। ❁ বলা হলো যে, আপনার ঘরে ঐ ব্যক্তিত্বের আগমন হবে, যিনি **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আদায়কারী। ❁ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আসমান থেকে ফিরিশতাদের পবিত্র বর্ণনা করতে শুনেন। ❁ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে এরূপ বলতে শুনেন: হে আমেনা! প্রশংসা ও সম্মানের মালিকের কারণে আনন্দিত হয়ে যাও! ❁ অতঃপর খুশি ও বরকত পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং এমন এক নূর চমকে উঠলো যা আর কখনো কমলো না। ❁ ফিরিশতারা হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর আশেপাশে তাওয়াফ করার ন্যায় চক্কর লাগালো। ❁ তাঁর সৌভাগ্যের ও সম্পদশালীতা শুরু হলো। ❁ ফিরিশতারা لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله এর অযীফা পাঠ করলো। ❁ হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো এবং **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্য মন্ডিত শুভাগমন হয়ে গেলো। (রাসায়িলে মিলাদে মুস্তফা, ২২৭ পৃষ্ঠা)

হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **প্রিয় মুস্তফার শুভাগমন** সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: যখন **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হলো, তখন আমি দেখলাম যে, তিনি সিজদাবনত এবং বিনয় ও নম্রতার সহকারে **তাঁর** আঙ্গুল উঠিয়ে রেখেছেন। অতঃপর আমি সাদা মেঘখন্ডকে আসমান থেকে নামতে দেখলাম, যা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমার কাছ থেকে গোপন করে নিলো, অতঃপর আমি কোন বক্তাকে এরূপ বলতে শুনেছি: **তাঁকে** পূর্ব পশ্চিমের ভ্রমন করাও। পৃথিবীর সকল স্থানে নিয়ে যাও। সমস্ত সামুদ্রিক সৃষ্টি, জ্বীন ও মানুষের রূহ, ফিরিশতা, পশু ও পাখির নিকট দিয়ে অতিক্রম করাও। সমস্ত প্রাণীর নিকট উপস্থাপন করো যাতে তারা **তাঁরই** নাম এবং গুণাবলীর সাথে পরিচিতি লাভ করে। **তাঁকে** সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام জন্মস্থানের ভ্রমন করাও।

(খাচায়িচুল কুবরা, ১/৮২)

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরো বলেন: অতঃপর মেঘখন্ডটি **তাঁর** কাছ থেকে দূরে সরে গেলো তখন দেখলাম যে, তিনি শুভ্র উলের কাপড়ে জড়িয়ে ছিলেন এবং নিচে সবুজ রেশম বিছানো ছিলো। **(মওলুদুন নবী লিইবনে হাজর, ২২ পৃষ্ঠা)** কোন বক্তা বললো: **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরো পৃথিবীকে আয়ত্বে নিয়ে নিলেন এবং পৃথিবীর কোন সৃষ্টি এমন নেই, যা **তাঁর** আয়ত্বে, **তাঁর** ইচ্ছাধীন হয়নি। এরপর ৩জন ফিরিশতা **তাঁর** দিকে অগ্রসর হলেন, একজনের নিকট রূপার পাত্র, অপরজনের নিকট পান্নার থালা এবং তৃতীয় জনের নিকট শুভ্র রেশমের কাপড় ছিলো, যাতে প্রবল ঝকঝকে আংটি ছিলো। তাঁরা **তাঁকে** পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করালেন, অতঃপর কাপড় থেকে নবুয়তের মোহর বের করে উভয় কাঁধের মাঝখানে লাগিয়ে দিলেন। **(মওলুদুন নবী লিইবনে হাজর, ২২ পৃষ্ঠা)**

অতঃপর কারো আওয়াজ আসলো: **তাঁকে** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর চরিত্র, হযরত শীষ عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি, হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বীরত্ব, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام গভীর বন্ধুত্ব, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর জিহ্বা, হযরত ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তুষ্টি, হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বাকপটুতা, হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام এর কৌশল, হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সুসংবাদ, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শক্তি, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য, হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর আনুগত্য, হযরত ইউশাআ عَلَيْهِ السَّلَام এর **আল্লাহ**র পথে লড়াই, হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সুমধুর কণ্ঠ, হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভালবাসা, হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর মাহাত্ম, হযরত ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্রতা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ধর্মনিষ্টতা এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সৌন্দর্য প্রদান করো বরং **তাঁকে** সকল নবী ও রাসূলের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্দর চরিত্রের নমুনা বানিয়ে দাও।

(খাচায়িচুল কুবরা, ১/৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার বিলাদতের বিভিন্ন বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুস্তফার আগমনে কিরূপ অনন্য নিদর্শনাবলী এবং বরকত প্রকাশিত হলো, নিঃসন্দেহে তা **আল্লাহ পাকে**র দয়াতেই, ✯ **মুস্তফা**র আগমনের বরকতে দুনিয়ায় বসন্ত এসে গেলো। ✯ বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বাগানে বসন্ত এসে গেলো। ✯ মক্কা শহরে আলো ছড়িয়ে পরলো। ✯ মুস্তফার আগমনের বরকতে আরবের মরুভূতি নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করতে লাগলো। ✯ কাবাও আন্দোলিত হতে লাগলো। ✯ নুইয়ে পরা কলি সতেজ হয়ে উঠলো। ✯ অন্ধকার দূরীভুত হতে লাগলো। ✯ কুফর ও শিরকের গৃহে ভূমিকম্প এলো।

✯ অসহায়দের সহায় এসে গেলো। ✯ অধৈর্যদের ধৈর্য নসীব হতে লাগলো। ✯ গরীব ও এতিমদের আশ্রয় মিলে গেলো। ✯ শয়তান অপমান ও অপদস্ত হলো এবং এখনো হচ্ছে। ✯ অজ্ঞতার মানসিকতা শেষ হয়ে গেলো। ✯ নাজায়িয ও শরীয়ত বিরোধী রীতিনীতির মূলৎপাটন হলো। ✯ সমাজের সকলেরই তাদের জায়িয অধিকার অর্জিত হলো। ✯ জগত নূরানী হয়ে গেলো। ✯ জগত জুড়ে ইসলামের পতাকা উড়তে লাগলো। ✯ যুগ আলোকিত হয়ে গেলো। মোটকথা ✯ **মুস্তফা**র আগমনের বরকতে দুনিয়া ঝলমল করতে লাগলো।

হে আশিকানে রাসূল! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জগতে অনুগ্রহ ও রহমত হয়ে আগমন করেন এবং **আল্লাহ পাকে**র রহমত অর্জনের দিন নিঃসন্দেহে খুশির দিন হয়ে থাকে।

হে মুমিনেরা আনন্দ উদযাপন করো বাদশাহের আগমনে

১১তম পারা সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ ও **তাঁর**ই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারকার আলোকে বলেন: হে মাহবুব! মানুষকে এই সুসংবাদ দিয়ে এরূপ নির্দেশ দিন যে, **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও তাঁর রহমত অর্জনে ব্যাপক খুশি উদযাপন করো। সাধারন খুশি তো সর্বদা উদযাপন করো এই বিশেষ খুশি সেই তারিখে যখন নেয়ামত এসেছে অর্থাৎ

রমযানে, বিশেষকরে শবে কদর ও রবিউল আউয়ালে বিশেষকরে বারভী শরীফের তারিখে, কেননা রমযানে **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ **"কোরআন"** এসেছে এবং রবিউল আউয়ালে **রাহমাতুল্লিল আলামিন** অর্থাৎ **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুভাগমন করেছেন। এই অনুগ্রহ ও রহমত বা এর খুশি উদযাপন করা তোমাদের দুনিয়াবী জমাকৃত সঞ্চয়, টাকা, জায়গা, জমি, পশু, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি ইত্যাদি সবকিছু থেকে উত্তম, কেননা এই খুশির উপকার ব্যক্তি নয় বরং জাতী। সাময়িক নয় বরং স্থায়ী। শুধু দুনিয়ায় নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েই। শারীরিক নয় বরং মানসিক ও রূহানী। ধ্বংস নয় বরং এতে সাওয়াব রয়েছে।

(তাফসীরে নঈমী, ১১তম পারা, সূরা ইউনুস, ৫৮নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৩৭৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে পাকের আরো অসংখ্য স্থানে **আল্লাহ পাক মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের ঘোষণা ইরশাদ করেছেন। আসুন! এরূপ কয়েকটি আয়াত শ্রবন করি, ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার **১৫**নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِیْنٌۙ(۱۵)

(পারা ৬, সূরা মায়দা, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে একটা 'নূর' এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব।

১১তম পারা সূরা তাওবার **১২৮**নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ(۱۲۸)

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন: 'আমার জন্য **আল্লাহই** যথেষ্ট। **তিনি** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। **আমি তাঁরই** উপর ভরসা করেছি এবং **তিনি** মহান আরশের অধিপতি'।

১৭তম পারা সূরা আম্বিয়ার ১০৭নং আয়াতে রয়েছে:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

২২তম পারা সূরা আহযাবের ৪৫,৪৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫,৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি হাযির ও নাযির করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে; এবং **আল্লাহ**র প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুস্তফার আগমনের খুশি উদযাপন করা অর্থাৎ মিলাদ শরীফ উদযাপন করা কোরআনী নির্দেশ এবং **নবী পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির কারণ। নিঃসন্দেহে মিলাদ শরীফ উদযাপন করা, মিলাদের মাসে নিজের ঘর, গলি ও মহল্লা বরং নিজের গাড়িকে মাদানী পতাকা, রঙ বেরঙের লাইট দ্বারা সাজানো, এই মুবারক মাসের আগমনে বিশেষকরে গুনাহ থেকে তাওবরা করা, সুন্নাত ও নেকীর প্রতি স্থায়ীত্ব অর্জনের মহান উপায় অর্থাৎ **"মাদানী ইনআমাত"** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা, **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"** এর সাড়া জাগানোর জন্য ইসলামী ভাইদের কাফেলায় সফর করা, মিলাদের ইজতিমা ও মিলাদের জুলুসে মাকতাবাতুল মদীনার **মাদানী পুস্তিকা** বন্টন করে নেকীর দাওয়াতকে প্রাসর করা, রবিউল আউয়ালের **১২** দিন পর্যন্ত এলাকার বিভিন্ন মসজিদে জশনে বিলাদতের আজিমুশ্মান **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**র ব্যবস্থা করা, রবিউল আউয়ালের **সাপ্তাহিক ইজতিমায়** মাদানী

পতাকা নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ এবং **মাদানী মুযাকারা** দেখা/ শুনা, **বারভী তারিখ রাতের** সম্মানের নিয়্যতে গোসল করা, নতুন পোশাক পরিধান করা, নিজের ব্যবহার্য নতুন জিনিস নেয়া, **রাসূলে হাশেমী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে বিলাদতের দিন (অর্থাৎ **১২** রবিউল আউয়ালে) **রোযা রাখা**, বারভী তারিখ রাতে মিলাদের ইজতিমায় অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় হাতে মাদানী পতাকা উড়িয়ে দরূদ ও সালামের মালা নিয়ে চোখে অশ্রু সাজিয়ে **"বসন্তের প্রভাত"** কে স্বাগতম জানানো, ফজরের নামাযের পর **"সালাম ও ঈদ মুবারক"** বলে একে অপরের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাত করা, সারাদিন ঈদে মিলাদুন্নবীর মুবারকবাদ দিতে থাকা, খুশি প্রকাশ করা, মিলাদের জুলুসে আশিকানে রাসূলের জন্য লঙ্গরে মিলাদ (খাবার খাওয়ানো) এর ব্যবস্থা করা, মিলাদের জুলুসে **মাদানী পতাকা** উড়ানো, অযু অবস্থায় ঠোঁটে দরূদ ও সালাম এবং নাতের পংক্তি সাজিয়ে রাখা, নবীর সম্মানে মাথা নত করে **"মারহাবা ইয়া মুস্তফা"** শ্লোগান লাগানো আর অধিকহারে সদকা করা সাওয়াবের কাজ।

হযরত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জশনে বিলাদতে খুশি উদযাপনকারীদের জন্য এই খুশি দোযখের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। হে মাহবুবের উম্মত! তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক বেশি কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদত উদযাপনকারীর বরকত, সম্মান, কল্যাণ ও গর্ব অর্জিত হবে। তারা মুক্তোর পাগড়ী এবং সবুজ রঙের জান্নাতী পোশাক পরিধান করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অসংখ্য প্রাসাদ তাকে দান করা হবে এবং প্রতিটি প্রাসাদে হুর থাকবে।

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করুন এবং জশনে বিলাদত উদযাপন করে তা ব্যাপকভাবে প্রসার করুন।

(মজমুউ লতীফুন নবী..., ২৮১ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরাম মিলাদ কিভাবে উদযাপন করেছেন?

যেমনিভাবে **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, **তাঁর** উৎকর্ষতা বর্ণনা করেছেন আর স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও নিজের বিলাদত মুবারকের আলোচনা করেছেন, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও নিজ নিজ মাহফিলে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপক চর্চা করতেন।

হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একটি হালকার নিকট আগমন করলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এখানে কেন বসেছো? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আমরা **আল্লাহ পাকের** যিকির করার জন্য বসেছি, **তাঁর** কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, **তিনি** আমাদেরকে ইসলামের হেদায়ত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং **আপনার** মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনেক বড় দয়া করেছেন। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহর** শপথ! তোমরা কি শুধু এই কারণেই এখানে বসেছো? আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমরা এছাড়া অন্য কোন কারণে বসিনি। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার নিকট জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এসেছে আর তিনি আমাকে বলেছেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদের কারণে ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করছেন। (নাসাঈ, কিতাবুল আদবুল কাযাতি, ৮৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৪৩৬)

এই হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জানতে পারলাম! ইসলাম ও **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মাহফিল করা, আসরে বসা সাহাবাদের সুন্নাত, এই হাদীসটিই মিলাদ শরীফের মাহফিলের ভিত্তি। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩২১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিলাদের ইজতিমায় **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত, দুধ পান করার যুগ এবং শিশুকাল শরীফের ঘটনাবলী বর্ণনা করা, এর জন্য নাতের মাহফিলের ব্যবস্থা করা, মানুষদের জড়ো করা, **মুস্তফার** শুভাগমনের খুশিতে মানুষকে খাওয়ানো জায়িয। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমান এই মুবারক মাসে জশনে বিলাদতের খুশি উদযাপন করে থাকে। মসজিদ, ঘর, দোকান, কারখানা, বাড়ি ও গাড়িতে আর নিজের মহল্লায়ও মাদানী পতাকা উড়িয়ে থাকে এবং ব্যাপক লাইটিং করে থাকে। রবিউল আউয়াল শরীফের বার তারিখ রাতে সাওয়াবের নিয়্যতে নাতের মাহফিলে অংশগ্রহণ করে থাকে। সুবহে সাদিকের সময় মাদানী পতাকা উড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করতে করতে চোখে অশ্রু প্রবাহিত করে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানায়। ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের দিনে রোযা রেখে মিলাদের জুলুসে অংশগ্রহণ করে থাকে। মিলাদ শরীফ উদযাপনকারী এরূপ আশিকানে রাসূলের প্রতি তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে থাকে।

আমিও তাদের প্রতি খুশি হই

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি স্বপ্নে **রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করি, তখন আমি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মুসলমানদের প্রতি বছর আপনার বিলাদত মুবারকে খুশি উদযাপন করা কি আপনি পছন্দ করেন? তখন **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি আমার বিলাদতে খুশি উদযাপন করে এবং আমার প্রতি খুশি হয়, আমিও তার প্রতি খুশি হয়ে থাকি।

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েজিন, ৬০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের মুবারক ও নূরানী মাস তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে। এই পবিত্র মাসে আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিলাদত এবং এই মাসেই তাঁর ওফাত হয়েছে। তো আসুন! আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ও বংশীয় ধারা

হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম সঠিক মতানুযায়ী (রবিউল আউয়াল মাস) ৯৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম অংশ, ১/১৫৭) তাঁর নাম মালেক এবং উপনাম হলো আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশীয় ধারা হলো: মালেক বিন আনাস বিন মালেক বিন আবু আমের। তাঁর প্রপিতামহ (Great grandfather) আবু আমের **"ইয়েমেন"** থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় স্থানান্তরিত হয়ে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন এবং সাহাবী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেন। (তারতীবুল মাদারিক, ১/৪৭) হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব **"মুয়াত্তা ইমাম মালেক"** হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি সংকলন। (তারতীবুল মাদারিক, ১/১০০,১০১) হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত মদীনা মুনাওয়ারায় **১৭৯**

হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়। জান্নাতুল বকীতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৫৭। ওয়াফিয়াতুল এয়ান, ৪/৫) আর এখানেই তাঁর মাযার মুবারকও অবস্থিত।

আলিমে মদীনার আকৃতি মুবারক

আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘাকৃতি, সুঠাম দেহী, লালচে ফর্সা ছিলেন। মাথা ও দাঁড়ির চুল ছিলো সাদা। খুবই উন্নত পোশাক পরিধান করতেন। তিনি আদন শহরের বানানো খুবই উন্নত এবং দামী পোশাক পরিধান করতেন। এছাড়াও খুরাসান এবং মিশরের উন্নতমানে পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর পোশাক অধিকাংশই সাদা হতো এবং তিনি আতর লাগাতেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসীন, ১৩ পৃষ্ঠা)

আলিমে মদীনার উপাধী সমূহ

তাঁকে **ইমামুল আয়িম্মা, আলিমে মদীনা** ও **ইমামে দারিল হিজরাত** উপাধী দ্বারা স্মরণ করা হয়।

আলিমে মদীনার ওস্তাদের সংখ্যা

আল্লামা যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯০০ জনের বেশি ওলামায়ে কিরামের থেকে ইলম অর্জন করেন।

(শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৫)

শিক্ষা ও পাঠদান এবং ফতোয়া লিখন

হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সতের (১৭) বছর বয়সে ইলমে দ্বীন অর্জন শুরু করেছেন। তাঁর ওস্তাদরাও তাঁর নিকট মাসআলা

সমাধানের জন্য আগমন করতো। তিনি প্রায় সত্তর (৭০) বছর পর্যন্ত ফতোয়া লিখেছেন এবং মানুষকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন। উচ্চ মর্যাদার তাবেঈনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن তাঁর থেকে ফিকাহ ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। (সিয়রে আলামুন নাবালা, ৭/২৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد